হৃদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

বর্ষ ৩ ঃ সংখ্যা-১৬৯ ঃ মেহেরপুর- শুক্রবার ২৭ জুন ২০২৫ ইং ঃ ১৩ আষাঢ় ১৪৩২ বাংলা ঃ ঃ পৃষ্ঠা-০৪ মূল্য-৪.০০ টাকা

ভক্তদের সতর্ক থাকতে বললেন প্রিয়াঙ্কা- পৃষ্ঠা-৩

মেহেরপুর শহরে ময়লার স্তুপ চরম দুর্ভোগে নগরবাসী

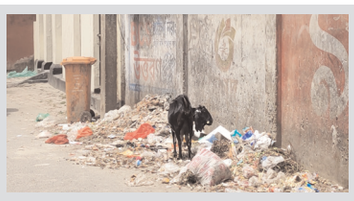

শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা বড়বাজারে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে জমে থাকে ময়লার স্তূপ। কখনো এসব স্তূপ রাস্তার অর্ধেক দখল করে ফেলে রাখা হয়, যার কারণে পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হয়। একই চিত্র শহরের বোসপাড়া, কাসাড়িপাড়া, চায়ের আড্ডা মোড় ও কায়েম মাটা মোড় এলাকাসহ আরও বহু স্থানে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুর শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চরম অব্যবস্থাপনায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় নেই ময়লা ফেলার নির্ধারিত স্থান, ফলে রাস্তাঘাট, বাজার এবং আবাসিক এলাকাগুলোতে যত্রতত্র গড়ে উঠছে আবর্জনার স্তুপ। এতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি জলাবদ্ধতা, মশাবাহিত রোগের বিস্তার এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছে শহরবাসী, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা।
শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা বড়বাজারে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে জমে থাকে ময়লার স্তূপ। কখনো এসব স্তূপ রাস্তার অর্ধেক দখল করে ফেলে রাখা হয়, যার কারণে পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হয়। একই চিত্র শহরের বোসপাড়া, কাসাড়িপাড়া, চায়ের আড্ডা মোড় ও কায়েম মাটা মোড় এলাকাসহ আরও বহু স্থানে। কুতুব মিয়ার বাড়ির সামনে জমে থাকা ময়লার কারণে বোসপাড়ার বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ আর মাছি-মশার উৎপাতের সঙ্গে লড়াই করছেন। সময়মতো ময়লা অপসারণ না করায় আবর্জনা পচে গিয়ে ছড়াচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধ।অন্যদিকে, শহরতলির চুয়াডাঙ্গা সড়কে ডাইমন্ড রাইস মিল থেকে উৎপন্ন বর্জ্য সরাসরি ফেলা হচ্ছে কৃষিজমিতে। এতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে তা চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কৃষকরা একাধিকবার লিখিত অভিযোগ দিলেও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।ব্যবসায়ীদেরও একই দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। বড়বাজার, হোটেলবাজার, স্বর্ণপট্টি এলাকার ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, দোকানের সামনে আবর্জনা জমে থাকায় ক্রেতারা আসতে অনীহা দেখান। এতে বিক্রি কমে যাচ্ছে, আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।চায়ের আড্ডা মোড়ের এক দোকানি শ্রী গোপাল বলেন, "দোকানের পাশে প্রতিদিন ময়লার স্তূপ জমে। দুর্গন্ধে ক্রেতারা দাঁড়াতে পারেন না। বহুবার পৌরসভাকে জানিয়েছি, কিন্তু সমাধান মেলেনি।" মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, "শহরের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রে এ ধরনের পরিস্থিতি অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পৌরসভার জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।"
মেহেরপুর পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা তত্ত্বাবধায়ক জহিরুল ইসলাম জানান, "প্রতিদিন তিনটি গাড়ির মাধ্যমে শহরের বর্জ্য অপসারণ করা হয়। হাসপাতাল ও কমিউনিটি সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থানের বর্জ্য পরিষ্কারে ১১০ জন কর্মী কাজ করে। তবে পুরো শহর পরিষ্কার রাখতে আরও যানবাহন প্রয়োজন।" পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, "আমরা নির্ধারিত সময়েই ময়লা অপসারণের চেষ্টা করি। কিন্তু জনবল ও পরিবহনের সংকটের কারণে পুরোপুরি সফল হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নাগরিকদেরও নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলতে হবে।"

গাংনী সীমান্ত দিয়ে নারী-শিশুসহ ৮ বাংলাদেশিকে জোরপূর্বক পুশইন করলো বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশুসহ আটজন বাংলাদেশিকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) ভোররাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার মুরুটিয়া সীমান্ত দিয়ে আন্তর্জাতিক ১৩৬ ও ১৩৭ নম্বর পিলার পয়েন্ট অতিক্রম করে তাদের বাংলাদেশে পুশইন করা হয়।
পুশইন হওয়া এসব ব্যক্তির মধ্যে রয়েছেন তিনজন পুরুষ, তিনজন নারী ও দুইজন শিশু। তাদের প্রত্যেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। আটককৃতরা হলেনড় ময়মনসিংহের টিটু শেখ (৪৫) ও আশরাফুল ইসলাম (৩৫), খুলনার দৌলতপুর উপজেলার আমিনুল ইসলাম (২৮), নড়াইলের আবেজান খাতুন (৪০), জামালপুরের ফাইমা আক্তার (২৭) ও নাছিমা আক্তার (৩৬), এবং দুই শিশু রহিম (৫) ও রোহান(৩)। বিজিবি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে রংমহল সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় একটি দল সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করে। ওই সময় কাথুলী বিওপি'র টহলরত বিজিবি সদস্যরা তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কথাবার্তায় অসামঞ্জস্য দেখা দিলে তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সীমান্তবর্তী রাস্তায় হঠাৎ কিছু নারী-পুরুষ ও শিশুকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে অনেকেই বিস্মিত হন। পরে বিজিবি টহল দল এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায় বিজিবি কাদের আটক করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করলে পুলিশ তাদের হেফাজতে নেয়।
বিজিবি চুয়াডাঙ্গা-৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মো. জাকিরুল ইসলাম বলেন, "আটককৃত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন। তাদের কারো কাছে বৈধ ভিসা বা পাসপোর্ট ছিল না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ (বিএসএফ) তাদের আটক করে কোনো প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সীমান্তে এনে বাংলাদেশে পুশইন করে দেয়।" তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশ তার নাগরিককে ফেরত পাঠাতে হলে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা করতে হয়। কিন্তু এখানে নিয়মনীতি না মেনে বাংলাদেশি নাগরিকদের অনধিকৃতভাবে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, "বিজিবি আটজনকে আমাদের হেফাজতে দিয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে চাপা পড়ার শঙ্কায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক

কলম্বো টেস্টে দ্বিতীয় দিন শেষে কঠিন চাপে পড়েছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কার দুর্দান্ত সেঞ্চুরি ও দীনেশ চান্দিমালের দৃঢ় ব্যাটিংয়ে লঙ্কানরা নিয়েছে ৪৩ রানের লিড, তাও হাতে ৮ উইকেট রেখে। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ২৪৭ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় দিন শেষে ২ উইকেটে ২৯০ রান তুলে ফেলেছে। বাংলাদেশের বোলারদের জন্য দিনটি ছিল হতাশাজনক, কারণ পুরো দিনে তারা মাত্র দুটি উইকেট নিতে পেরেছে।
দিনের শুরুতে দুর্দান্ত সূচনা এনে দেন শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও লাহিরু উদারা। উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৮৮

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

"ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মতো হবে" হুমকিপত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়া ইউনিয়নে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু ও একটি হুমকিপূর্ণ চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) ভোরে ঘটনাটি ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ভোরে অফিসের সামনে সন্দেহজনক বস্তু ও একটি চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত চিরকুটে লেখা ছিল "গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আমাকে ভালো হতে দিচ্ছে না। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে তো কী হয়েছে।

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মুজিবনগরে ৭৯ টন সরকারি চালের হদিস নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত ৭৯ টন জি.আর. (গভর্নমেন্ট রিলিফ) চালের বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট ধর্মীয়, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, তাঁরা চালের বরাদ্দ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, বরাদ্দপ্রাপ্ত চালও হাতে পাননি। তবে সরকারি নথিপত্রে এসব চাল "বিতরণ সম্পন্ন" দেখানো হয়েছে।
চাল বরাদ্দের দায়িত্বে থাকা তৎকালীন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মাশরুবা আলমের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।
২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপজেলাটির আটটি প্রতিষ্ঠানকে ৫ থেকে ১০ টন করে মোট ৭৯ টন জি.আর. চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রথম আলোর হাতে আসা বরাদ্দ তালিকায় দেখা যায়, এসব চাল বিতরণের কথা ছিল বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চার্চ অব বাংলাদেশ, বাগোয়ান আমিনিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, বল্লভপুর হাসপাতাল বৃদ্ধাশ্রম, একটি কওমি মাদ্রাসা ও আরও তিনটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা চালের বরাদ্দ সম্পর্কে জানতেন না এবং কোনো চালও হাতে পাননি।
চার্চ অব বাংলাদেশের মহিলা কমিটির প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রতিনিধি মুঞ্জু মল্লিক বলেন, 'আমাদের জানানো হয়েছিল কিছু সহায়তা এসেছে। পরে ইউপি সদস্যের মাধ্যমে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। চালের কোনো খবর পাইনি।'
বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমরা শুনেছিলাম সরকারি সাহায্য এসেছে, কিন্তু আমাদের হাতে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল। চালের বিষয়ে কিছু জানি না।'
বল্লভপুর হাসপাতাল বৃদ্ধাশ্রমের হিসাবরক্ষক আলফ্রেড বিনিময় বিশ্বাস বলেন, 'প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস থেকে ইউপি সদস্য বাবুল হোসেনের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা পেয়েছি। এখন শুনছি বরাদ্দ ছিল ৫ টন চাল।'
স্থানীয় ইউপি সদস্য রকিব হোসেন বলেন, 'জুন মাসে কিছু কাগজে

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

সংশোধনী

গতকাল আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এনসিপির স্থলে ভুলক্রমে এনএসপি হয়ে গিয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দু:খিত।

অনুকাব্য

মামুনুর রশিদ মামুন
মেহেরপুর পৌর কলেজের
৩০ লক্ষ টাকার ঘাপলা।
মামুনুর রশিদ মামুন
পৌর কলেজ নামটি ছিল
সবাই বলতো ভাল-
রাতের ভোটের মন্ত্রী এসে
বাপের নামে করলো -।
জন্ম নামটি ফিরিয়ে আনতে
৩০ লক্ষ টাকার ঘাপলা
যতোই করো সিয়ানা গীরি
কি করে সামলাবি তুই সামলা।

ককটেল বিস্ফোরণে আতঙ্ক, গাংনী-ধানখোলা সড়কে রাতভর ডাকাতি

গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ককটেল বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট আতঙ্ককে পুঁজি করে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২৫ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারির মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী ও ধানখোলা বাজারমুখী বেশ কয়েকজন পথচারী ওই এলাকায় পৌঁছালে ওৎ পেতে থাকা ১৪-১৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাতদল তাদের গতিরোধ করে। তারা ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।
ডাকাতদের কবলে পড়েন গাংনীর কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী আরিফুল ইসলাম, কাষ্টদহ গ্রামের বাসিন্দা শিশির হোসেন এবং ধানখোলা গ্রামের বিপ্লব। আরিফুলের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন, শিশিরের কাছ থেকে ১ হাজার

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

গাংনীতে কৃত্রিম সংকটের অভিযোগে কৃষকদের স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাসায়নিক সারের কৃত্রিম সংকট ও অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং স্বল্প সুদে কৃষিঋণের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে স্মারকলিপি দিয়েছে কৃষকদল। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেনের কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করে গাংনী পৌর কৃষকদল। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মিরপুরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি: স্বজনদের কাছে থাকা টাকা-স্বর্ণালঙ্কার লুট

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতির মতো হৃদয়বিদারক ও অমানবিক একটি ঘটনা ঘটেছে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত একদল ডাকাত মৃত নারীর মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে স্বজনদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ৩২ হাজার ৬০০ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুটে নেয়। এমনকি ডাকাতরা নিশ্চিত হতে মরদেহের মুখে থাকা কাপড় সরিয়ে দেখেও নেয়, সত্যিই কেউ মারা গেছে কিনা। ঘটনাটি

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

হৃদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

ঢাকা ॥ শুক্রবার ॥ ১৩ আষাঢ় ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৭ জুন ২০২৫ইং

দেড়শো বিঘা জমি বেদখলে, স্মৃতি নেই বিচারপতির!

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে টোকিও আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের একমাত্র ভিন্নমতধারী বিচারক ছিলেন যিনি, সেই বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পালের পৈত্রিক ভিটায় এখন আর তাঁর কোনো চিহ্ন নেই। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কাকিলাদহ গ্রামের প্রায় দেড়শো বিঘা জমি যেখানে ছিল তাঁর পারিবারিক ভিটেমাটি ও বিশাল জলাশয় সবকিছুই এখন স্থানীয়দের দখলে। সরকারি কোনো স্মারক, নামফলক বা প্রতিষ্ঠান তাঁর নামে নেই।

টোকিও ট্রায়ালে জাপানি নেতাদের বিরুদ্ধে চলা বিচারকে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বিচারপতি পাল বলেছিলেন, এই বিচার 'বিজয়ীর প্রতিশোধ'। তাঁর সেই রায় এখনো জাপানের ইতিহাসে গুরুত্ব পায়। তাঁকে সম্মান জানিয়ে জাপানে তাঁর নামে রাস্তা, মূর্তি, জাদুঘর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন রয়েছে। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' প্রদান করেছে।কিন্তু নিজ দেশেই তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই।

১৮৮৬ সালে ড. পাল জন্মগ্রহণ করেন দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। তবে বড় হয়েছেন পাশের মিরপুর

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

একদিনের প্রতিজ্ঞা: "মাদক নয়, জীবন" মেহেরপুরে এক ব্যতিক্রমী দিনের গল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক

সকালের আলো ফুটতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেহেরপুর শহর। কিন্তু আজকের ব্যস্ততা ছিল একটু ভিন্ন। হাতে ব্যানার, মুখে স্লোগান, চোখেমুখে প্রত্যয়ড় মাদক নয়, জীবন বেছে নিন'। ২৬ জুন, আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস। দিনের শুরুটা হয় রঙিন বেলুন ও মনের গভীর থেকে উচ্চারিত একটা সংকল্প দিয়েড় "না বলি মাদককে"।

জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে শুরু হয় নানা আয়োজনে ভরা দিনটি। সকালে আলোচনা সভা হয় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল কবীরের সঞ্চালনা অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (গোয়েন্দা) এস. কে. ইফতেখার মোহাম্মদ উমায়ের, পুলিশ পরিদর্শক মনজুর রাসেল, বুড়িপোতা বিওপি'র কোম্পানি কমান্ডার মন মোহন সরকার এবং সিডিপি'র পরিচালক জন পি বিশ্বাস প্রমুখ।

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে ইয়াবা ও হেরোইনসহ একজন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুর শহরের গোরস্থান পাড়া এলাকা থেকে ইয়াবা ও হেরোইনসহ একজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর আর্মি ক্যাম্পের একটি নিয়মিত পেট্রোল দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটক ব্যক্তির নাম রহমত বিন হাছেম (৫২)। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে তার কাছ থেকে ৭ পিস ইয়াবা এবং ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে আটককৃত রহমত

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

প্রবেশ পত্র, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, কলম আনা পরীক্ষা হলে নিষিদ্ধের নোটিশ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কুষ্টিয়ার এক?টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ পত্র, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, কলম,স্কেল,পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ক্যালকুলেটর (নন প্রোগ্রামেবল), কাঁটাযুক্ত ঘড়ি নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে নোটিশ দেয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকা?লে পরীক্ষার হলে গিয়ে এমন নোটিশ দেখতে পে?য়ে হতভম্ব হয়ে প?ড়েন পরীক্ষার্থী-অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে। এদি?কে নোটিশের ছবিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবু?কে ভাইরাল হলে শুরু হয় সমালোচনা। ত?বে কম্পোজ মিসটেকের কারণে এমন ভুল হ?য়ে?ছে ব?লে দা?বি ক?রে?ছে ক?লেজ কর্তৃপক্ষ।

কয়েকজন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক জানান, সকা?লে পরীক্ষা কে?ন্দ্রে উপ?স্থিত হ?য়ে এই ধর?নের নো?টিশ দে?খে আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার হলে এমন নোটিশ বা নির্দেশনা আমর আশা করি না। ক?লেজ কর্তৃপ?ক্ষের অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও উদাসিনতার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে ব?লে আমরা মনে ক?রি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসলামিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান বলেন, নোটিশটি ভুলবশত

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

৫৪ বছর ধরে সেতুর অপেক্ষায় রাধাকান্তপুরসহ ১০ গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাত্র একটি সেতুর জন্য ৫৪ বছর ধরে অপেক্ষা করছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুরসহ অন্তত দশ গ্রামের মানুষ। তাদের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এখনো বাঁশের সাঁকো। প্রতিবছর চাঁদা তুলে নির্মাণ করতে হয় এ সাঁকো, যা বছর না ঘুরতেই পচে গিয়ে ভেঙে পড়ে। এতে দুর্ঘটনা ঘটছে নিয়মিত, বেড়েছে জনদুর্ভোগ, ব্যাহত হচ্ছে কৃষিপণ্য পরিবহন ও চিকিৎসাসেবা।

বুড়িপোতা ইউনিয়নের এই এলাকাটি দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদ। একপাশে রাধাকান্তপুর, অন্যপাশে শহর লাগোয়া বন্দরগ্রাম। মাঝখানে নেই কোনো ব্রিজ। স্থানীয়দের দাবি, বিগত পাঁচ দশকে বহুবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি একবারও।

রাধাকান্তপুর গ্রামের শিক্ষক মর্তুজা ফারুক বলেন, "সাঁকো পার হয়ে শহরে যেতে সময় ও খরচ দুটোই বেড়ে যায়। রোগী বা জরুরি কাজে শহরে গেলে পড়তে হয় নানা ভোগান্তিতে। ভারি যানবাহন না চলায় কৃষিপণ্য আনতে অনেক কষ্ট হয়। সময়মতো বাজারে পৌঁছাতে না পারায় কৃষকরা দামও ঠিকমতো পান না।" স্থানীয় প্রবীণ আকবার আলী বলেন, "প্রায়ই সাঁকো ভেঙে পড়ে মানুষ আহত হয়। কিছুদিন আগে নিফাজ উদ্দিন নামে এক বৃদ্ধ সাইকেলসহ পড়ে যান পানিতে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত বছর পার করছি। মরার আগে যদি ব্রিজটা দেখে যেতে পারতাম।"বর্ষা মৌসুমে বাধ্য হয়ে নৌকায় পার হন গ্রামবাসী। পানি কমলে বাঁশের সাঁকোই ভরসা। আমেনা খাতুন নামে এক নারী বলেন, "চিকিৎসার জন্য শহরে যেতে হলে সাঁকোর কাছে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমাদের কষ্টের যেন শেষ নেই। খুব দ্রুত ব্রিজ দরকার।"

এলজিইডির পক্ষ থেকে কয়েকবার পরিদর্শন ও জরিপ করা হলেও কাজ আর এগোয়নি। বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল জানান, "ঢাকা থেকে টিম এসে জায়গা পরিদর্শন করেছে, জমি জরিপ করেছে। তারপরও কাজ শুরু হয়নি। সেতুটি শুধু এই গ্রামের নয়, পুরো অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে অসহায়দের মুখে হাসি ফোটাতে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন সমাজের অনেক দরিদ্র ও অসহায় মানুষ। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ২৫ জন উপকারভোগীর হাতে তুলে দেওয়া হয় মোট ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। প্রতিটি উপকারভোগী ব্যক্তিকে ২ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, সমাজসেবা বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুদানপ্রাপ্তদের বেশিরভাগই প্রবীণ, বিধবা, শারীরিকভাবে অক্ষম ও অসহায় শ্রেণির মানুষ। অনুদানপ্রাপ্ত এক বয়বৃদ্ধ বলেন, 'ডাক্তারের ওষুধ কিনতে পারছিলাম না অনেক দিন। এই টাকা পেয়ে এখন অন্তত চিকিৎসা করাতে পারব।' আরেকজন বলেন, 'বাজারে নিত্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। এই টাকা দিয়েই হয়তো কয়েক দিন রান্নার জিনিস কিনে খেতে পারব।'

ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১৯৫

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও দুই জন মারা গেছেন। বুধবার (২৫ জুন) সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) সকাল ৮টার মধ্যে তারা মার যান। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলো ৩৮ জনের। এছাড়া এ সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে ১৯৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আর এ বছর হাসপাতালে ভর্তি হন মোট ৯

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণ

স্থানীয়দের বাধায় কাজ বন্ধ, অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শ্রীরামপুর-বাকুলিয়া সড়কে নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতায় 'পল্লী রোড এবং কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ' প্রকল্পে শ্রীরাম-পুর-বাকুলিয়া সড়কের ১০০০ থেকে ১৪৩০ মিটার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে। কাজটির বরাদ্দ ২৩ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৭ টাকা। কার্যাদেশ পেয়েছে আলিফ আকিজ এন্টারপ্রাইজ নামের প্রতিষ্ঠান, যার মালিক শারমিন হক। তবে কাজটি বাস্তবে করছেন মোহন বিশ্বাস নামে একজন ব্যক্তি। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজ শুরুর পর থেকেই নিম্নমানের খোয়া, ইট ও বালির পরিবর্তে ধুলাবালি ও ভাঙা সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছিল। বহুবার অভিযোগ জানালেও কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অবশেষে স্থানীয়

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

গাংনীতে কৃত্রিম সংকটে সারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, মেহেরপুর

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে রাসায়নিক সারের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

নির্বাচনে অনিয়ম: সাবেক ৩ সিইসির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহসহ নতুন ৩ অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক:

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, কে এম নূরুল হুদা ও কাজী হাবিবুল আউয়ালের বিরুদ্ধে করা মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহসহ আরও ৩টি নতুন অভিযোগ যুক্ত হয়েছে। একই মামলায় আরও ১০ সাবেক

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

দামুড়হুদায় প্রতারণা দুইজন আটক

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি:

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ধর্মীয় দোহাই দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা আদায়ের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। বুধবার (২৫ জুন) সকাল ৯টার ২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড বাজারে আংশিক কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক:

দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ও নানা আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে গঠিত হলো বামন্দী ২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মাহবুবুল হক পোলেন। আবুল কাসেম অনুরাগী কতৃক স্টাডি হাউজ, মহিলা কলেজ রোড, গাংনী, মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত ও হাই কোয়ালিটি প্রিন্টার্স ২৯, স্যার ইকবাল রোড, কুস্টিয়া থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : প্রধান সড়ক, হোটেল বাজার মোড়, মেহেরপুর-৭১০০। মোবাইল : ০১৭১৪৯৩৮৬৪৭
ই-মেইল : surjonews@gmail .com

ভক্তদের সতর্ক থাকতে বললেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার একটি মন্তব্য নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। মন্তব্যটি ছিল, 'বিয়ের জন্য ভার্জিন মেয়ে খুঁজবেন না বরং সভ্য মানুষ খুঁজুন। কারণ সতীত্ব এক রাতেই খুইয়ে যেতে পারে। কিন্তু আচার-ব্যবহারই মানুষের আসল পরিচয়।'

এই মন্তব্যটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামত আসতে থাকে। অবশেষে এই বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এক প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কা জানান, এই মন্তব্যটি তিনি কখনোই করেননি। এটি সম্পূর্ণ ভুয়া এবং তার নাম ব্যবহার করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি লিখেছেন, 'এটা আমি নই, এটা আমার উক্তিও নয়। এটা আমার কণ্ঠও নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু রয়েছে মানেই সেটা সত্যি হয়ে যেতে পারে না।'

প্রিয়াঙ্কার কথায়, 'ভাইরাল হওয়ার জন্য ভুয়ো জিনিস তুলে ধরা এখন খুব সহজ হয়ে উঠেছে। এই তথ্যগুলো আদতে সত্য কি না, তা দু'বার যাচাই করে নেওয়া উচিত। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছেন, তার সবটা সত্যি নয়। সতর্ক থাকুন।'

উল্লেখ্য, যদিও এই নির্দিষ্ট মন্তব্যটি প্রিয়াঙ্কার নয়, তবে নারীদের অধিকার এবং সমাজে লিঙ্গ সমতা নিয়ে তিনি বরাবরই সোচ্চার। প্রিয়াঙ্কা নিজেকে একজন নারীবাদী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগের বিষয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন।

তাহসানের আবারও বিয়ে দরকার ছিল না : মন্দিরা

বিনোদন ডেস্ক

বর্তমান সময়ের অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী। ক্যারিয়ারের শুরুতেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, সংগীতশিল্পী তাহসান খান তার 'ক্রাশ'। ছোটবেলা থেকেই যার গান শুনেন, পছন্দ করেন।

তবে চলতি বছরের শুরুতেই তাহসান বিয়ে করে ফেলায় যেন খানিকটা কষ্টই পেয়েছেন মন্দিরা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীকে মজার সুরেই বলতে দেখা গেল, তাহসান কেন বিয়ে করল, দরকার তো ছিল না!

রাফিয়াত রশিদ মিথিলার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন সিঙ্গেল ছিলেন তাহসান। তবে চলতি বছরের শুরুতেই মেকআপ আর্টিস্ট রোজাকে বিয়ে করেন তিনি। এরপরে বর্তমানে স্ত্রীর সঙ্গে চুটিয়ে সংসার করছেন এই সংগীত তারকা।

এদিকে ঈদে মুক্তি পেয়েছে মন্দিরার 'নীলচক্র' সিনেমা। সেই সিনেমা ও বর্তমান কাজ প্রসঙ্গে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, তাহসান খান সম্পর্কে।

জবাবে মন্দিরা পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, 'কে যেন? ওহ, তাহসান।' মন্দিরার মুখে এমন উত্তর শুনে অবাক হয়ে উপস্থাপক বলেন, 'ভুলে গেছো তাহসানের কথা?'

অনেকটা আফসোস করে এ অভিনেত্রী বলেন, 'হ্যাঁ, ওর বিয়ে হয়ে গেছে। তাই ওকে আমি ভুলে যাই। ভুলে গেছি।'

এরপরই খানিকটা অভিমানের সুরে এই চিত্রনায়িকা বলেন, 'কী দরকার ছিল বিয়ে করার। তাহসান কেন বিয়ে করল, দরকার তো ছিল না।' পরক্ষণেই হেসে দেন অভিনেত্রী।

মন্দিরা বলেন, 'একজন ভক্ত হিসেবে অভিমানী হয়ে আমার এটা প্রায়ই মনে হয়। সত্যি করে বলতে, আমি সারা জীবন তার গানের ভক্ত থাকব। ধরুন, আমি এখন মন্দিরা না, আমি এখন নায়িকা না, আমি মিডিয়ায় কাজ করি না। আমি আমজনতা হিসেবে আমার দুঃখটা শেয়ার করলাম। একজন ভক্ত হিসেবে আমার মনে হয়, কেন ও বিয়ে করল, দরকার তো ছিল না।'

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে জনপ্রিয় টেলিভিশন রিয়ালিটি শো 'সেরা নাচিয়ে'তে রানার-আপ হওয়ার মাধ্যমে শোবিজ অঙ্গনে পা রাখেন মন্দিরা চক্রবর্তী। ছোট পর্দায় কাজ করার পর ২০২৪ সালে 'কাজলরেখা' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার।

প্রতিদিন যে সকল তথ্য প্রতিটি মানুষের যানা প্রয়োজন, সেই সকল তথ্য নিয়ে দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় সততার সাথে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করবে এমন প্রত্যাশায় সফলতা কামনা করছি।
আসাদুজ্জামান বাবলু
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
গাংনী উপজেলা বিএনপি

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়ন যাত্রার সারথি হয়ে আমাদের সূর্যোদয় সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশায়
মোঃ সাইদুর রহমান
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সদর উপজেলা, মেহেরপুর

সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে নিরপেক্ষতা, সততা তথা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদ প্রকাশে দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় যাত্রা অব্যাহত রাখবে
ডাঃ মোঃ আব্দুল হান্নান
আর এম ও
কনফিডেন্স হেলথ কেয়ার হসপিটাল
আমঝুপি, মেহেরপুর

আমাদের সুর্যোদয় প্রত্রিকার কাছে আমাদের দাবী প্রত্রিকাটি মেহেরপুর মানুষের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে। সত্য ন্যায়ের পক্ষে থেকে বঞ্চিত মানুষের কথা বলবে। যে মানুষগুলি এতদিন লাঞ্চিত ছিলো তাদের কথা তুলে ধরবে। আমরা আশা করবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরন করবে এই প্রত্যাশায় প্রত্রিকাটির উত্তারত্তর সাফল্য কামনা করছি।
ইকবাল হোসেন
সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী, মেহেরপুর জেলা শাখা।

বিএনপি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের কল্যাণে বিশ্বাস করে। সে আস্থা নিয়ে রাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সারথি হয়ে দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।
অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ
যুগ্ম আহবায়ক
মেহেরপুর জেলা বিএনপি

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ স্বাধীন গণমাধ্যম। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম দেশকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় গণমানুষের কথা বলবে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকাটি ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ এবং গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশে সুশাসন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করতে তাদের অবদান অব্যাহত রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
এ্যাড. কামরুল হাসান
সদস্য সচিব, মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

পেশাদারিত্ব বজায় রেখে, দেশের সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।
রবিউল ইসলাম
আমির, জামায়াত ইসলামী, গাংনী উপজেলা শাখা।

আমাদের সুর্যোদয় প্রত্রিকায় দেশ ও জাতীর কথা নির্দ্বিতায় তুলে ধরবে এবং সঠিক তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভয়-ভীতির উর্দ্ধে থাকবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। সব থেকে বড় প্রত্যাশা থাকবে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো হিসাবে উপস্থাপন করবে। একটি প্রত্রিকা জাতীর বিবেক বা জাতীর আয়না বলা যায়। জাতীর সমস্থ ন্যায় অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি একটি প্রত্রিকাতে প্রতিফলিত হতে থাকে। অন্যায়ের বিপক্ষে বজ্রকণ্ঠ ভুমিকা পালন করে ন্যায়ের পক্ষে থাকতে পারবে এই প্রত্রিকাটি। আমাদের সুর্যোদয় প্রত্রিকাটি মেহেরপুর জেলাতে নতুন রূপে বাজারে আসছে আমরা এই প্রত্রিকার সাফল্য কামনা করি।
মাওলানা তাজউদ্দিন খান
জেলা আমির, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, মেহেরপুর।

নতুন আলো নতুন প্রান, তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমান।
দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় প্রত্রিকার সকল আকুতোভয় সাংবাদিক ও কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী
মোঃ জাকির হোসেন
মহাসচিব বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
সদস্য, মেহেরপুর জেলা বিএনপি

মোল্লা ভায়াগনষ্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
হাসপাতাল বাজার (পোস্ট অফিসের পশ্চিমে) গাংনী, মেহেরপুর।
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৯৮-০১০৭০৭

ডাঃ মোঃ মশিউর রহমান মোল্লা
স্পেশালিষ্ট পেইন এন্ড ক্রিটিক্যাল মেডিসিন
এম.বি.বি.এস, সি,সি, ডি-ডায়াবেটলজি (বারডেম) ডিএ-ডিপ্লোমা ইন এনেসথেশিয়া, পেইন এন্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (বিএসএমএমই এফ.আই.পি.এম- ফেলোশিপ ইন ইন্টারভেনশনাল পেইন ম্যানেজমেন্ট (ইন্ডিয়া) কনসালটেন্ট (এনেসথেশিয়া)-রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
রোগী দেখার সময় : শুক্র থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

মেডিসিন, গাইনী ও প্রসূতী
ডাঃ তাসনিম সুলতানা
এমবিবিএস (আর ইউ) ডি এম ইউ (ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড) স্পেশাল ট্রেইন্ডইন টিভিএস ও কালার ডপলার মেডিকেল অফিসার মোল্লা ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
প্রতি শনি-বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা-বিকাল ৩টা পর্যন্ত

মেডিসিন, চর্ম ও শিশু রোগে অভিজ্ঞ
ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন
এমবিবিএস (সিএমসি), বিসিএস (স্বাস্থ) পিজিটি (মেডিসিন) মেডিকেল অফিসার
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গাংনী, মেহেরপুর

ডাঃ মোঃ আলী হায়দার
এম.বি.বি.এস, বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) এমএস (অর্থোপেডিক-সার্জারী) জুনিয়র কনসালটেন্ট
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুষ্টিয়া।
প্রতি শুক্রবার সকাল ০৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান সিদ্দিকী (মুকুল)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) মাস্টার্স ইন লেপ্রোলজী (জাপান) ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট (সাবেক) চর্ম, যৌন ও সেক্স রোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। সাবেক কনসালটেন্ট, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
প্রতি শনিবার সকাল ৯টা হতে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাঃ মোঃ সেলিম উদ্দীন
এম.বি.বি.এস, বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন) এম.ডিঃ রেসিডেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি কনসালটেন্ট (মেডিসিন) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
প্রতি শুক্রবার দুপুর ৩টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত

মাইক্রোপ্যাথ ল্যাব
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
মোবাইল ঃ ০১৭২৬-৪০৫৩৩৪, সিরিয়াল ঃ ০১৭৮৮-২২১৩৩৫

গাইনী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ সোনিয়া আহমেদ
এম.বি.বি.এটা (রাজ), বি.সি.এস (স্বাস্থ্য), ডিজিও (বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়), কনসালটেন্ট গাইনী এন্ড অবস রোগী দেখার সময় : প্রতি রবি ও বুধবার দুপর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মেডিসিন, হৃদরোগ (হার্ট), বাতজ্বর ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ

(প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ) অভিজ্ঞ
ডাঃ মেশকাতুন নেছা রিমা
এম.বি.বি.এস, পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস), এফসিপিএস পার্ট-১ (গাইনী এন্ড অবস), সি এম ইউ (আল্ট্রা), (প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ) অভিজ্ঞ
রোগী দেখার সময় ঃ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা ও বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। শুক্রবার ব্যতিত
বিঃদ্রঃ এখানে নিয়মিত কালার ডপলার ইকো করা হয়।

ডাঃ মোঃ শাহিদুল ইসলাম (শাহিদ)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমডি (কার্ডিওলজি) এফসিপিএস, মেডিসিন (শেষ পর্ব), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
রোগী দেখার সময় : বৃহস্পবিার বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা এবং শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে

মেডিসিন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান
এম.বি.বি.এস, বি,সি,এস (স্বাস্থ্য) , এম.ডি (ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন-থিসিস), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুর। রোগী দেখার সময়: প্রতি শনি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ২:৩০ হতে বিকাল ৫:৩০ পর্যন্ত।

গাইনী, প্রসূতি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ শাহারিয়া শায়লা
এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (গাইনী এন্ড অবস) এফপি এমসিপিএস (গাইনী এন্ড অবস), ডিজিও-ফাইনাল, সিএমইউ (আল্ট্রাসনোগ্রাফী), কনসালটেন্ট (প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ), তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুর। রোগী দেখার সময় ঃ প্রতি সোম ও মঙ্গলবার দুপুর ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। যোগাযোগ সাপেক্ষে

রাজশাহী ডায়াগনস্ট্রিক সেন্টার
জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর
সিরিয়াল : ০১৭৯২-১০৭৯৫০, ০১৭১৪-৮৩৮৬১১

ডাঃ ফাতেমা জান্নাত
এমবিবিএস (ঢাকা) সিএমমইউ আল্ট্রা, পিজিটি (শিশু), মেডিশিন ও গাইনী মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী ডায়াগনস্ট্রিক সেন্টার, মেহেরপুর।
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২টা ও বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা।

ডা রবিউল ইসলাম আবির
এমবিবিএস (ঢাকা) সিএমমইউ আল্ট্রা
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা।

ডাঃ ফরহাদ পারভেজ
এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮ টা।

ডাঃ আকতার উজ্জামান
এমবিবিএস, ডিএমসি, ডিএমইউ(আল্টা)
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা ও বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা

দৈনিক আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার নতুন যাত্রায় আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা। এই পত্রিকা দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হোক - এই কামনায় আমরা আশাবাদী। সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসরণ করে নিরপেক্ষ, তথ্যবহুল ও গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এই পত্রিকা পাঠকের আস্থা অর্জন করবে এটাই প্রত্যাশা। পত্রিকার এ যাত্রা হোক সুদুর প্রসারী ও সাফল্যমন্ডিত।
শুভেচ্ছান্তে
মোঃ আরজুল্লাহ
ব্যাবস্থাপক
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
মেহেরপুর শাখা

ডাঃ সুরাইয়া শারমিন (পুষ্প)
এম.বি.বি.এস (ডিএমসি), বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) এফ.সি.পি.এস (গাইনী এন্ড অবস), ডি-আল্ট্রা কনসালটেন্ট (গাইনী এন্ড অবস্)
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন। মোবাইল : ০১৭১২-৭০৮৪৯০
হুদা হেলথকেয়ার সেন্টার
কম্পিউটারাইজড ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
জেনারেল হাসপাতাল রোড, পাথর গেটের সামনে, মেহেরপুর।
মোবাঃ ০১৭৫৪-০৩৭৭৩৬, ০১৯৬৩-৯১৬০৬১

রাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সারথি হয়ে দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় প্রত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমটি উন্নয়ন সাংবাদিকতায় অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করবে বলেও আমার বিশ্বাস।
কৃষিবিদ মোঃ হাফিজুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বীজ প্রসেসিং)
মেহেরপুর

আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে একটি প্রত্রিকা অবশ্যই প্রয়োজন, যে প্রত্রিকায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে। জাতীর আকাঙ্ক্ষা পুরণ করবে, মেহেরপুরবাসির আকাঙ্ক্ষা পুরণ করবে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পুরণ করবে। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে প্রত্রিকাটি যে কোন মুহূর্তে কাজ করবে। জনগনকে সাথে নিয়ে যেকোন সংবাদ জনগনের কাছে পৌছাবে এই আশাবাদ ব্যাক্ত করে সাধুবাদ জানাচ্ছি।
সোহেল রানা ডলার
আমির, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, পৌর শাখা মেহেরপুর

পত্রিকাটি পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দেশ ও দশের কথা বলে মাটি ও মানুষের আরো কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।
মোঃ শাহিদুল ইসলাম
যুগ্ম আহবায়ক সদর থানা যুবদল

বস্তুনিষ্ঠ এবং গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করতে আমাদের সূর্যোদয় অবদান অব্যাহত রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
মেহেদী হাসান রলেক্স
সদস্য মেহেরপুর জেলা যুবদল

প্রত্রিকাটি জেলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নে বস্তুনিষ্ঠ দায়িত্বশীল ও সাহসী ভূমিকা রাখবে।
মোশারফ হোসেন তপু
সহ-সভাপতি
মেহেরপুর জেলা যুবদল

দৈনিক আমাদের সূর্যদয় পত্রিকাটি সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সবসময় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে সত্য তুলে ধরতে আপসহীন ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। দল-মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংবাদ পরিবেশনে পত্রিকাটির আপসহীন অবস্থান ধরে রাখা। আমি আমাদের সূর্যদয়ের সাফল্য কামনা করি।

আজমুল হোসেন মিন্টু
আহবায়ক,
জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল, মেহেরপুর

গণতন্ত্রের চর্চা এবং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা করি
কাজী মিজান মেনন,
মেহেরপুর জেলা বিএনপ'র
সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
ও
পৌর বিএনপির সভাপতি পদ প্রার্থী

রবিউল ইসলাম মেমোরিয়াল হাসপাতাল
গাংনী হাসপাতাল বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।
মোবাইল : ০১৭৬৬-৪৮৭৪০৯, ০১৭৬৮-৩৭৭১৯১, ০১৭৪০-৩৮৮৭৮৯
ডাঃ বি ডি দাস (পিকলু)
এম. বি. বি. এস, বি. সি. এস (স্বাস্থ্য), সি. এম. ইউ (আল্ট্রাসনো) ব্যাত ব্যথা, শিরা ও সার্জারী রোগের চিকিৎসক রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন বেলা ২ টা হতে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত

করবি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
সততা সুপার মার্কেট বা (হাজি ইছার উদ্দিনের মার্কেট)
বামুন্দি বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।
অগ্রীম সিরিয়ালের জন্য যোগাযোগ : ০১৭৩৮-১৩১৮১৩

নিউরো মেডিসিন ও উচ্চ রক্ত চাপ ডায়াবেটিস,স্ট্রোক প্যারালাইসিস রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শ দিচ্ছেন
ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এমবিবি এস (ঢাকা মেডিকেল কলেজ), বিসিএস (স্বাস্থ্য), ইসিআরডি (সুইজারল্যান্ড), এমএসিপি (আমেরিকা), (এমডি ফিজিক্যাল মেডিসিন), কনসালটেন্ট। কুস্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রুগী দেখার সময় প্রতি বুধবার দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮ পা পর্যন্ত

মহিলাদের সকল প্রকার বন্ধ্যাত্ব, ঋতু স্রাব, অনিয়মিত মাসিক, গর্ভবতি মা ও শিশু, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগে অভিজ্ঞ
ডাঃ ইশরাত জেরিন (ইভা)
এমবিবিএস, পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস) , সিএমইউ (আল্ট্রা), স্ত্রী ও প্রসুতী রোগের বিশেষ অভিজ্ঞ রুগী দেখার সময় প্রতি সোমবার দুপুর ২:৩০ টা থেকে রাত ৮ পা পর্যন্ত

নিউ স্কয়ার ল্যাব
ওয়াবদা মোড়, হাসপাতাল রোড,মেহেরপুর।
সিরিয়ালের জন্য মোবাইল নম্বর ঃ ০১৮৫৮-৯৫৬৯৩৩

মেডিসিন, নিউরো, বক্ষব্যাধি, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টলিভার, ব্যাতব্যাথা ও মনোরোগ চিকিৎসক
ডাঃ মোঃ মাহাফুজুল হক সরকার
এমবিবিএস (আরইউ), ডিএফএম (বিসিএমইউ), এফসিপিএস পার্ট-১, পিজিটি (মেডিসিন), সিসিডি (বারডেম),
প্রতি শুক্রবার সকাল ৯ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত রুগী দেখেন।

মেডিসিন, হৃদরোগ, উচ্চ রক্ত চাপ, বাত ব্যাথা, ডায়াবেটিস, লিভার ও জন্ডিস রোগ চিকিৎসক
ডাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম আবির
এমবিবিএস (ঢাকা) সিসিড বারডেম, সিএমইউ (আল্ট্রা)
প্রতিদিন সকাল ১০ টা হইতে দুপুর ২টা,
বিকাল ৩ ট হতে রাত্রী ৮ টা পর্যন্ত রুগী দেখে।

স্ত্রী, প্রসূতি ও গাইনী রোগ চিকিৎসক
ডাঃ তাসমেরী নাহার
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা পর্যন্ত রুগী দেখেন।

নিঃসন্তান, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা, শিশু ও গাইনী রোগের সকল চিকিৎসা প্রদান করেন
ডা: সেজুঁতি মেহেতাজ
এমবিবিএস (রাজশাহী), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
প্রতিদিন বিকাল ৩টা হইতে রাত্রী ৮টা পর্যন্ত রুগী দেখেন।

মেডিসিন, বাতজ্বর, উচ্চ রক্তচাপ, ব্যাত ব্যাথা রোগের চিকিৎসক
ডাঃ ফরহাদ পারভেজ
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা পর্যন্ত রুগী দেখেন।

বিসমিল্লাহ্ ফামেসী
প্রোঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম সেন্টু

সকল প্রকার দেশ-বিদেশী ঔষধ সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
ট্রাফিক মোড় হোটেলবাজার,মেহেরপুর
মোবাইল : ০১৭১৮-৪৩৩৩৮৬

ত্রয়ী স্টোর এন্ড বুটিকস
স্টাইলে থাকুন, ট্র্যাডিশনে ফিরুন!
শাড়ি হোক বা সালোয়ার কামিজ, ওয়েস্টার্ন টপ হোক কিংবা হ্যান্ডলুম কুর্তি–
ত্রয়ী তে পাওয়া যায় ট্র্যাডিশন আর ট্রেন্ডের এক অনন্য মিশেল!
✓ এক্সক্লুসিভ বুটিক পোশাক
✓ হাতে তৈরি দেশি জামাকাপড়
✓ দেশি-বিদেশী কসমেটিকস
✓ কুকারিজ আইটেম
✓ ইউনিক গিফট আইটেম
✓ কাস্টম ডিজাইন ও অর্ডার সুবিধা

ফ্যাশনের সাথে আপনিও বদলান, নিজের মতন স্টাইলে
কেএন সুপার মার্কেট, প্রধান সড়ক, বড়বাজার, মেহেরপুর
মোবাইল: ০১৭১৪-৫২০০৬৭ / ০১৯১৯৬০৩৭৯৫

জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
জেনারেল হাসপাতাল রোড, বিএডিসি'র সামনে, মেহেরপুর
যোগাযোগঃ সিরিয়াল : ০১৩২৮-৯৮৬১১১,
পরিচালক ঃ ০১৭৯৫-৯০৯৫৮৫, ০১৭১১-০৫১১১৪

নবজাতক, শিশু, কিশোর ও কিশোরী রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ ফারহানা ফেরদৌসী
এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য) এমডি (নিওনেটোলজি) বিএসএমএমইউ সিসিডি (বারডেম), সিএমইউ (আল্ট্রাসনোগ্রাফি) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত।

রক্তনালী (শিরা), হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, জেনারেল সার্জারী বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান (শিমুল)
এম.বি.বি.এস (এস.এস.এম.সি),বিসিএস (স্বাস্থ্য) এম.এস (কার্ডিওভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জারী) এফ.সি.পি.এস (এফপি)-জেনারেল সার্জারী জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা। ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে)।

স্ত্রী, পসূতি ও বন্ধ্যত্ব রোগ চিকিৎসক সার্জন
ডাঃ মোছাঃ সাদিয়া আফরিন (সোমা)
এমবিবিএস, এসএসএমসি, বিসিএস(স্বাস্থ্য), সিএমইউ(আল্ট্রাসনোগ্রাফি), এফসিপিএস (শেষ পর্ব) স্ত্রী রোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট্য জেনারেল হাসপাতাল ,মেহেরপুর, এক্স সহকারি রেজিস্টার, কুস্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

চর্ম, যৌন ও এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান সিদিকী (মুকুল)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) মাস্টার্স ইন লেপ্রোলজী (জাপান) এ ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট (সাবেক) চর্ম, যৌন ও এলার্জি রোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেহ হাসপাতাল, সাবেক কনসালটেন্ট, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

হৃদয়ে লাল সবুজ
আমাদের সূর্যোদয়
ঢাকা,শুক্রবার,২৭ জুন ২০২৫ ইং

অধ্যক্ষের অপপ্রয়াসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা গড়ে ওঠে তার একাডেমিক পরিবেশ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং শিক্ষকদের পেশাদারিত্বের উপর ভিত্তি করে। অথচ মেহেরপুর জেলার "ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ" এখন এসব মৌলিক গুণাবলির বিপরীতে চিহ্নিত হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব, গোপন সিদ্ধান্ত ও আর্থিক অপচয়ের অভিযোগে। কলেজটির নাম পরিবর্তন নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা শুধু একটি নামবদলের বিষয় নয়। এটি একটি বৃহত্তর প্রশাসনিক ও নৈতিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও, যেখানে কোনো অর্থ ব্যয় ছাড়াই নাম পুনর্বহাল করা সম্ভব, সেখানে ৩০ লক্ষ টাকার বাজেট প্রস্তাব কেবল প্রশ্নবিদ্ধই নয়, বরং সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রতীয়মান হয়।
অধিকারবঞ্চিত শিক্ষক পরিষদ, অজ্ঞাত প্রশাসনিক সভা, এবং 'ভারপ্রাপ্ত' পরিচয়ে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এসবই দেখায়, প্রতিষ্ঠানটি এক ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক অনুগত্যের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নামবদলের নামে অতীতে অর্থ অপচয়, আর বর্তমানে আবার একই কৌশলের পুনরাবৃত্তি এ যেন সরকারি অর্থে ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রয়াস।
সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ যিনি পূর্ণ নিয়োগপ্রাপ্ত নন, তিনিই কলেজের পক্ষ হয়ে প্রশাসনিক চিঠিপত্র ইস্যু করছেন এবং মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করছেন যা প্রশাসনিক শৃঙ্খলার সরাসরি লঙ্ঘন। তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতা এবং নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের অভিযোগও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার।
আমরা মনে করি, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক তদন্ত প্রয়োজন। কলেজ ফান্ডের ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, প্রকৃতপক্ষে কোনো সভা বা সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপসারণসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ সময়ের দাবি।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বলি হতে পারে না। এমন দৃষ্টান্ত শিক্ষা খাতের সার্বিক মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করে এবং ছাত্র-শিক্ষকদের মনে হতাশা ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। এটি রোধ করতে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

বস্তুত বিরোধী মত দমনে হেন কাজ নেই, যা করেনি বিগত সরকার। এমনকি সরকারের মদদে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্য কর্তৃক বলপূর্বক গুম, নির্যাতনসহ নানা অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। এসব অপরাধের নির্দেশদাতা ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গুম কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত বেশির ভাগ গুমের খবর জানতেন শেখ হাসিনা। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে থাকা ভুক্তভোগীদের নির্যাতন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের তথ্যও জানানো হতো তাকে। এসব গোয়েন্দা সংস্থায় দায়িত্বরত বিভিন্ন কর্মকর্তার মনোভাব, আইনবহির্ভূত সরকারি সিদ্ধান্ত মানতে তাদের অনীহার বিষয়-সবকিছুই তাকে জানানো হতো। সমপ্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে গুম কমিশনের দাখিল করা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গুমের ঘটনায় ভারতের সঙ্গে গোপনে বন্দিবিনিময় কার্যক্রম ছিল। দুই দেশের গোয়েন্দারা ভুক্তভোগীদের আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করতেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এক সদস্য ৫ আগস্টের পর গণভবনে পরিত্যক্ত কিছু নথিপত্র পর্যালোচনা করে হাতে লেখা দুটি চিঠি পান। র‍্যাবের দুই কর্মকর্তা বেআইনি আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বাহিনীর পরিচালক বরাবর সেগুলো লিখেছিলেন। ওই চিঠিগুলো শেখ হাসিনার কাছে পাঠিয়ে দেন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেসব চিঠি নিজের ফাইলে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন শেখ হাসিনা। চিঠিগুলোর একটিতে লেখা ছিল- আমাকে কোনো অপারেশনে পাঠানো হলে সেখানে বিচারবহির্ভূত কোনো হত্যা করা কিংবা দেশের আইনবিরোধী গুলির নির্দেশনা দেওয়া থাকলে আমি সে কাজ করতে পারব না। প্রতিবেদনে বলা হয়, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী বয়ান ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্ক যৌথ অভিযানে, আন্তঃসীমান্ত সমন্বয়ে এবং আইনবহির্ভূত কার্যক্রমেও রূপ নেয়। একাধিক ভুক্তভোগী কমিশনকে বলেছেন, কীভাবে তাদের ভারতের হেফাজত থেকে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে কিংবা বাংলাদেশের হেফাজত থেকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ইতিহাসের এই দিনে

আলোচিত ঘটনাসমূহ
১৭৫৯ - কুইবেক যুদ্ধ শুরু হয়।
১৯০০ - সেন্ট্রাল লন্ডনে ইলেকট্রিক রেলওয়ে চালু হয়।
১৯৫৪ - সোভিয়েত ইউনিয়নের ও বনিনস্কে সর্বপ্রথম পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন।
১৯৫৪ - সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়।
১৯৬৭ - পৃথিবীর প্রথম এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) স্থাপন করা হয় ইংল্যান্ডের এনফিল্ড শহরে।
১৯৭২ - শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় আদমজীতে লকআউট।
১৯৭২ - সিলেটের বন্যাপীড়িত এলাকায় বঙ্গবন্ধুর ঝটিকা সফর।
১৯৭৩ - ৫ হাজার কোটি টাকার প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা খসড়া প্রকাশ।
১৯৭৩ - ৫ হাজার কোটি টাকার প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ।
১৯৭৪ - পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ঢাকায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন প্রাধান্য পেলে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নত হবে।
১৯৭৪ - যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিঙ্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে যান।
১৯৭৭ - জিবুতি (সাবেক ফরাসী সোমালিল্যান্ড) স্বাধীনতা লাভ করে।
১৯৭৮ - নড়াইলে ২২ জন চরমপন্থী গ্রেফতার।
১৯৭৯ - কবি বন্দে আলী মিয়ার (৬৩) ইন্তেকাল।
১৯৭৯ - সংসদে গিলোটিনে ৮৮টি দাবি প্রস্তাব গৃহীত।
১৯৮১ - দেশের জনসংখ্যা ৯ কোটি। আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ।
১৯৮৪ - চৌমুহনীতে পুলিশের গুলীতে ২ জন শ্রমিক নিহত।
১৯৮৪ - নয়া অর্থ বৎসরের জন্য ৬৬২ কোটির উদ্বৃত্ত জাতীয় বাজেট ঘোষণা।
১৯৮৬ - '৮৬-৮৭ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা।
১৯৯১ - সোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
১৯৯১ - বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে'র প্রথম সংস্করণের একটি কপি লন্ডনে নিলামে ৬৮১০০ ডলারে বিক্রি হয়।
১৯৯২ - ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে ভাঙচুর।
১৯৯৪ - বিরোধী দল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা।
১৯৯৮ - ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দাম পাওয়া যায় ৫৯.৬ শতাংশের। সিস্টেম লস ৩৩%।
১৯৯৮ - আওয়ামী লীগের সাংসদ (পাবনা-২) আহমেদ তফিজ উদ্দিন-এর মত্যু।
১৯৯৮ - প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ দূত কর্তৃক জাতিসংঘ মহাসচিবের চিঠি হস্তান্তর।
১৯৯৮ - কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জুলাই থেকে বিশ্বকাপ'- ছুটি।
১৯৯৮ - সংসদে বিরোধী দলের দুবার ওয়াকআউট।
১৯৯৮ - টাঙ্গাইলে দুজনকে কুপিয়ে হত্যা, ৮ লাখ টাকা লুট।
১৯৯৯ - রংপুর শহরে দশ সেকেন্ডের ভূমিকম্প।
২০০১ - ১৯৭৩ সালের পর ৬ বছর ডাকসুর নির্বাচন হয়নি। সর্বশেষ ডাকসুর নির্বাচন হয় ৬ জুন ১৯৯০। ১০ বছর ডাকসুবিহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ৫ জন ছাত্রপ্রতিনিধির আসন শূন্য।

সাংবাদিকতার মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি

আবুল কাসেম অনুরাগী

সাংবাদিকতা একসময় ছিল সমাজ বদলের শক্তিশালী হাতিয়ার। তথ্য অনুসন্ধান, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও জনস্বার্থ রক্ষাই ছিল এ পেশার লক্ষ্য। তবে আজ সেই মহান পেশাটি ভয়াবহভাবে অবক্ষয়ের মুখে পড়েছে। সত্য, নিরপেক্ষতা ও নৈতিকতা আজ হারিয়ে গেছে ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার, টিকটক ফলোয়ার আর লাইভ ভিডিওর কোলাহলে। আজকের সাংবাদিকতার চেহারা বদলে গেছে। যথাযথ জ্ঞান, প্রশিক্ষণ কিংবা নৈতিক দায়বদ্ধতা ছাড়াই কেউ কেউ গলায় কার্ড ঝুলিয়ে মিডিয়ার পরিচয় পেয়ে বসেছেন। 'আমি মিডিয়া' এই বাক্যেই আজ ট্রাফিক পুলিশের হ্যান্ডস্যালুট নিশ্চিত। দোকানে জুতা বিক্রেতা সকালে সাংবাদিক, আর যারা গতকাল চায়ের দোকানে কাজ করতেন, আজ রাতারাতি ফেসবুকে 'জেলা প্রতিনিধি'।
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে তথাকথিত 'মিডিয়া অফিস'। মোবাইল সার্ভিসিং দোকান, বিউটি পার্লার কিংবা স্টেশনারির পাশেই ঝুলছে 'অফিস অব দি ক্রাইম রিপোর্টার' কিংবা 'চিফ এডিটর' লেখা ব্যানার। কিন্তু এগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়, কোনো পেশাগত মানদণ্ড নেই। এসব কার্ড বিক্রি করেন কিছু 'মিডিয়া মালিক' যারা ঈদের

অফারের মতো প্যাকেজ বিক্রি করে থাকেনড় প্যাকেজ নিন, চিফ রিপোর্টার হন'। এ অবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রকৃত সাংবাদিকরা। তারা দিনরাত তথ্য সংগ্রহ করে, মাঠে ঘুরে প্রতিবেদন তৈরি করেন। তাদের মর্যাদা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। ভুয়া 'স্মার্টফোন হিরো'রা প্রশাসনকে ভয় দেখিয়ে, ফেসবুকে নাটকীয় ভিডিও দিয়ে চাঁদা আদায় করছে। এমনকি চাঁদাবাজি প্রতিরোধকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও বানোয়াট খবর ছড়িয়ে দেয় তারা। এ সমস্যা শুধু পেশাগত নয়, বরং গভীর নৈতিক সংকট। কিছু অসৎ রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও মিডিয়া মালিকের ছত্রছায়ায় এ অপসাংবাদিকতা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষের নীরবতাও এই অবনতিকে ত্বরান্বিত করেছে। সাংবাদিকতার পবিত্রতা আজ এক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, সাংবাদিক হওয়ার জন্য আজ শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যে কেউ সাংবাদিক পরিচয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। একজন খুনের আসামি বা চাঁদাবাজও 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার' নামে থানায় ঢুকে পড়তে পারে।
(শিক্ষাবিদ, প্রকাশক আমাদের সূর্যোদয়)

গাংনী সীমান্ত দিয়ে নারী-শিশুসহ ৮

যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"
সীমান্ত দিয়ে এই ধরনের পুশইনের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী, এই ধরনের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও পূর্ব আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং মানবপাচার প্রতিরোধে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে আরও কার্যকর সহযোগিতা ও যোগাযোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং কূটনৈতিক সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সীমান্তবর্তী মানুষের জীবন-জীবিকা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নীতিগত ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় জরুরি হয়ে পড়েছে।

মুজিবনগরে ৭৯ টন সরকারি চালের

সই করেছিলাম। তখন বলা হয়নি যে সেটা চালের বরাদ্দের কাগজ। পরে জানতে পারি বিষয়টি চাল সংক্রান্ত ছিল। আমি চাল বা কোনো অর্থ পাইনি।'
একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন আরও অন্তত দুইজন ইউপি সদস্য, যাঁরা সই দিয়েছিলেন কিন্তু চাল পাননি।
তদন্তে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেত্রী তহমিনার নামও উঠে এসেছে। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত তহমিনার নামে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার পরিবারের জন্য ১০ টন চাল বরাদ্দ দেখানো হয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই চাল বিতরণ হয়নি। এ বিষয়ে ওই তকলিমার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
মুজিবনগর উপজেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম. এম. ইকবাল প্রথম আলোকে বলেন, 'উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস থেকে যেসব কাগজপত্র পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো যাচাই করে আমরা চাল ছাড় করি। কাগজপত্রে কোনো অনিয়ম পাইনি।'
চাল বিতরণের বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলমের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করে কেটে দেন। তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
মুজিবনগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল বলেন, 'জি.আর. চাল বণ্টনে অনিয়মের একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
তিনি আরও বলেন, 'প্রাথমিকভাবে কিছু অসঙ্গতি মিলেছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
স্থানীয়দের অনেকে অভিযোগটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মুজিবনগরের এক প্রবীণ শিক্ষক বলেন, 'দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ চাল যারা আত্মসাৎ করে, তারা শুধু দুর্নীতিবাজ নয়, তারা মানুষও না। এদের বিচার হওয়া উচিত।'
স্থানীয় বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'সরকার বদলে গেছে। এখন এসব দুর্নীতির সঠিক তদন্ত ও বিচার হওয়া দরকার। নাহলে এই চক্র থেকে মানুষ মুক্তি পাবে না।'
সরকারি কাগজে বিতরণ দেখানো হলেও বাস্তবে চালের অস্তিত্ব না থাকা স্পষ্টভাবে বড় ধরনের প্রশাসনিক দুর্নীতির ইঙ্গিত দেয়। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই অনিয়ম ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হতে পারে বলে স্থানীয় সচেতন মহল আশঙ্কা করছে।

নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে

রান। উদারা ৪০ রানে আউট হলেও নিশাঙ্কা ছিলেন অবিচল। স্পিনার তাইজুল ইসলাম প্রথম উইকেট এনে দেন বাংলাদেশকে। উদারার বিদায়ের পর ব্যাট হাতে নামেন অভিজ্ঞ দীনেশ চান্দিমাল। নিশাঙ্কার সঙ্গে গড়েন ১৯৪ রানের জুটি। দুজনেই ফিফটি তুলে নেন, এরপর নিশাঙ্কা পৌঁছান সেঞ্চুরিতে, যা তার পরপর দুই টেস্টে দ্বিতীয় শতক। চান্দিমাল যদিও সেঞ্চুরির কাছে গিয়েও থেমে যান ৯৩ রানে, তাকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন স্পিনার নাইম হাসান। এরপর দিনশেষে নিশাঙ্কা অপরাজিত থাকেন ১৪৬ রানে এবং প্রবাথ জয়সুরিয়া ৫ রানে।

"ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মতো

মাথায় রাখিস, আমরা জায়গার মাল জায়গায় বসে আছি। ২০১৮ সালে তো হালকা হয়েছে, ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মতো হবে।"
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, "ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ঘটানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।"
এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকায় এমন ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, ঘটনার পেছনে যারাই জড়িত থাকুক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

ককটেল বিস্ফোরণে আতঙ্ক, গাংনী-

৫০০ টাকা এবং বিপ্লবের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়। ডাকাতির সময় আশপাশের মানুষ চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ডাকাতদল পরপর ৩টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। তবে বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, "ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে।"

গাংনীতে কৃত্রিম সংকটের অভিযোগে

ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, সাবেক ছাত্রদল সভাপতি নাজমুল হোসেন, ছাত্রদল নেতা রেজানুল হক ইমন, পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম ও কাথুলী ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান খান মোহাম্মদ হোসাইনসহ কৃষকদলের অন্যান্য নেতারা।স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, চলমান আমন মৌসুমে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সারের চাহিদা বাড়লেও এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে সার বিক্রি করছে। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই আমন চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন। নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "এই সংকট দীর্ঘ হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আন্দোলনের পরিধি আরও বাড়ানো হবে।"

ইউএনও আনোয়ার হোসেন স্মারকলিপি গ্রহণ করে জানান, দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে এবং বাজার মনিটরিং জোরদার করা হবে।

মিরপুরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে

ঘটে বুধবার দিনগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে, মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের দুর্গাপুর মাঠ এলাকায়।
মৃত আয়েশা খাতুনের ভাই রকিবুল ইসলাম জানান, 'আমার বড় বোন আয়েশা খাতুন (৬০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান রাত ১০টার দিকে। সেখান থেকে রাতেই মরদেহ নিয়ে আমরা কুষ্টিয়ায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা হই। দুর্গাপুর মাঠ পেরোতে গিয়ে দেখি রাস্তায় বাঁশের কাবাড়ি দিয়ে পথ আটকে রাখা। এর পরপরই ৪-৫ জনের একদল ডাকাত দেশীয় অস্ত্র হাতে আমাদের ঘিরে ফেলে।'তিনি আরও বলেন, 'আমার কাছে ছিল ২০ হাজার টাকা, ছোট বোনের কানে স্বর্ণের দুল ছিলড়সব নিয়ে গেছে। অন্য স্বজনদের কাছ থেকেও টাকা ও গয়নাগাটি লুটে নেয়।'
মৃতের ছোট বোন জানান, 'আমরা বারবার বলেছি, আমাদের বোন মারা গেছেন, মানবতার খাতিরে দয়া করুন। কিন্তু ডাকাতরা কর্ণপাত করেনি। এমনকি তারা মৃত বোনের মুখের কাপড় সরিয়ে নিশ্চিত হয় যে তিনি সত্যিই মারা গেছেন কি না। তারপরেও আমার কান থেকে দুল খুলে নেয়।'
মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'ঘটনার পরপরই একাধিক পুলিশ টিম অভিযানে নেমেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এখনও কাউকে আটক করা যায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। ডাকাতদের দ্রুত শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।'
এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকেই বলছেন, একটি মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত নিরাপদ নয়ড়এ ধরনের ঘটনা মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

একদিনের প্রতিজ্ঞা: "মাদক নয়, জীবন"

অনুষ্ঠানে একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে এসেছে বক্তাদের কণ্ঠেড় "আমরা কি সত্যিই মাদক থেকে মুক্ত সমাজ গড়তে পারছি?" সভার বক্তারা কেউ পরিসংখ্যান দিলেন, কেউ বাস্তব অভিজ্ঞতা। কেউ বললেন, কেবল আইন প্রয়োগ নয়, দরকার পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ঐক্যের।আলোচনার পরে আকাশে উড়ল প্রতীকী রঙিন বেলুন। যেন একটা বার্তাড়আলো, হাওয়া, স্বাধীনতার মতোই মুক্ত হোক আমাদের ভবিষ্যৎ, হোক মাদকমুক্ত। তারপর শহরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল এক মাদকবিরোধী র‍্যালি। নেতৃত্বে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সঙ্গে ছিলেন প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ, এনজিওড়সবাই।
মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয় এই অনন্য যাত্রা।
শুধু বড়দের নয়, এই দিনে ছোটদের অংশগ্রহণও ছিল প্রাণবন্ত। রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, প্রশ্নোত্তরড়সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ছিল তাদের চোখের স্বপ্ন। পুরস্কার বিতরণ শেষে শিশুদের হাসি যেন বলে উঠলড় "আমরাই গড়ব নতুন বাংলাদেশ, মাদকের বিরুদ্ধে"।
অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকরা বললেন, "একটা দিন বদলায় না সব কিছু। কিন্তু একটা দিন বদলের কথা বলে। জাগিয়ে তোলে।"

দেড়শো বিঘা জমি বেদখলে

উপজেলার কাকিলাদহ গ্রামে। স্থানীয় পণ্ডিত গোলাম রহমানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর পড়েছেন কুষ্টিয়া হাই স্কুল ও রাজশাহী কলেজে। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।
দেড়শো বিঘার এই জমির একাংশে এখন 'বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল মডেল স্কুল' নামে একটি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় প্রধান শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম। এছাড়া 'কে এম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়' এবং 'কে এম আইডিয়াল কলেজ' গড়ে উঠেছে ওই জমির উপর। তবে কোথাও ব্যবহার হয়নি ড. পালের নাম।
স্থানীয়রা বলছেন, এত বড় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য সরকারিভাবে আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অনেকে জানান, ড. পালের কিছু আসবাবপত্র ও ব্যক্তিগত সামগ্রী এখনো তাঁদের বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। স্মৃতি জাদুঘর গড়ে উঠলে তাঁরা সেগুলো দিতে প্রস্তুত। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নজরুল ইসলাম বলেন, "যিনি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারে ইতিহাস গড়েছেন, তাঁর জমি বেদখলে পড়ে থাকবেড় এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর নামে এখানে স্মৃতি জাদুঘর ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত।"
গবেষক ড. নুরুল আলম বলেন, "তাঁর স্মৃতি ধরে রাখা কেবল একজন মানুষকে সম্মান জানানো নয়, বরং দেশের ইতিহাস ও ন্যায়বিচার চর্চার অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।" মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, "আমি আগে বিষয়টি জানতাম না। এখন জেনে আমি স্থানটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
সচেতন নাগরিকদের দাবি, কাকিলাদহ গ্রামে 'রাধাবিনোদ পাল স্মৃতি জাদুঘর', পাঠাগার ও আন্তর্জাতিক আইন গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হোক। তাঁর দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে গবেষণা, শিক্ষা ও স্মৃতিচর্চার ব্যবস্থা হোক। বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল আজ আন্তর্জাতিক ইতিহাসে পরিচিত নাম। অথচ বাংলার এক কোণে, তাঁর নিজের গ্রামে তিনি যেন হারিয়ে গেছেন নীরবে, নিভৃতে।

মেহেরপুরে ইয়াবা ও হেরোইনসহ

বিন হাছেমকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রবেশ পত্র, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, কলম

দেয়া হয়েছিল। কম্পোজ মিসটেকের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে নো?টিশ তুলে ফেলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন,পরীক্ষা হলে কি কি নিয়ে আসা যাবে, কি কি আনা যাবে না সেটা প্রত্যেকটা পরীক্ষার্থী জানে। এখানে আমাদের ইন্সট্রাকশন দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ না। এ বছর য?শোর বো?র্ডের অধী?নে কুষ্টিয়ায় ৩৯টি কেন্দ্রে ২০ হাজার ৪৬৬ জন শিক্ষার্থী এইচএস?সি ও সমমা?নের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

৫৪ বছর ধরে সেতুর অপেক্ষায়

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মেহেরপুর উপজেলা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাব্বির উল ইসলাম বলেন, "আমরা কয়েকবার সেতু নির্মাণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু নদীর এপার, অর্থাৎ শহরঘেঁষা বন্দর গ্রামের কিছু মানুষ আমাদের বাধা দিয়েছে। যন্ত্রপাতি ভাঙচুর ও নদীতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এ কারণে কাজ আর এগোয়নি।"
প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের সময় এই ব্রিজের প্রতিশ্রুতি শোনা গেলেও আজও দৃশ্যমান হয়নি একটি পিলারও। বরং স্থানীয়দের দাবি, এসব প্রতিশ্রুতি এখন নিছক 'ভোটের ভাষণ'। গ্রামবাসীর প্রশ্নড়আর কতদিন বাঁশের সাঁকোতে ঝুঁকি নিয়ে চলতে হবে?

স্থানীয়দের বাধায় কাজ বন্ধ,

লোকজন নিজেরাই কাজ বন্ধ করে দেন।
স্থানীয় বাসিন্দা মানিক লস্কার বলেন, "সরকার কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে উন্নয়নের জন্য, অথচ এখানে সে টাকার অপচয় হচ্ছে। এই রাস্তা দুই মাসও টিকবে না।" শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উম্মে হানি বলেন, "এই রাস্তা দিয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন যাতায়াত করে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করলে অল্পদিনেই রাস্তা আবার ভেঙে পড়বে।"
এ বিষয়ে মোহন বিশ্বাস বলেন, "কাজটি মূলত পেয়েছে আলিফ আকিজ এন্টারপ্রাইজ। আমি কাজটি কিনে নিয়েছি। কিছু সমস্যা হয়েছিল, এখন আবার কাজ শুরু হয়েছে।"
এলজিইডির কালীগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী সৈয়দ শাহারিয়ার আকাশ বলেন, "সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়টি আমরা দেখেছি। আমরা সেই সামগ্রী সরিয়ে নিতে বলেছি।"

গাংনীতে কৃত্রিম সংকটে সারের দাম

সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) রাত সাড়ে ৮টায় গাংনী উপজেলার হাসপাতাল বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গাংনী বাজার প্রদক্ষিণ করে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা শাহজাহান সেলিম, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সংগ্রামী সভাপতি নাজমুল হোসাইন, পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, সরকার প্রহসনের রাজনীতিতে মেতে উঠে কৃষকদের জীবন-জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সারের মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যা কৃষক ও সাধারণ জনগণের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। তারা আরও বলেন, এই সরকার গণবিচ্ছিন্ন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ লুটপাট করা। কৃষকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে সারের দাম বাড়ানো দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রেরই অংশ।
সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সারের মূল্য হ্রাস এবং কৃত্রিম সংকটকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান নেতারা।
বিক্ষোভে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষকদলসহ অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ শেষে মিছিলটি পুনরায় হাসপাতাল বাজারে ফিরে গিয়ে শেষ হয়।

দামুড়হুদায় প্রতারণা দুইজন আটক

দিকে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কাতলামারী গ্রামের বাসিন্দা বিদ্যুৎ আহমেদ (২৯) ও আমির চাঁদ (৪০)।
ভুক্তভোগী আনছার আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি প্রতারণার মামলা দায়ের করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, গত বছরের ১ এপ্রিল ওই দুই ব্যক্তি আনছার আলীর বাড়িতে এসে নিজেদের 'মুসাফির' পরিচয় দিয়ে জানান, "আমরা দোয়া করলে তা কবুল হয়। আমাদের একটি কোরআন শরীফের হাদিয়া দিন।"
প্রথমে আনছার আলী ১ হাজার টাকা দিলেও তারা সন্তুষ্ট না হয়ে আরও টাকা দাবি করেন এবং বলেন, "এত কম হাদিয়া দিলে আল্লাহর গজব পড়বে।" ধর্মীয় ভয়ভীতি দেখিয়ে তারা ওই সময় আনছারের কাছ থেকে মোট ১১ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন।
পুনরায় গতকাল বুধবার সকালে তারা আনছারের বাড়িতে ফিরে এসে এবার নিজেদের 'এতিমখানার শিক্ষক' পরিচয় দেন এবং হজে যাওয়ার জন্য অর্থসহ কোরআন শরীফের হাদিয়া দাবি করেন। আনছার ১০০ টাকা দিলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মীয় ভয় দেখিয়ে আরও টাকা দাবি করতে থাকেন।
তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ হলে আনছার এতিমখানার নাম জানতে চাইলে তারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন। এতে স্থানীয়দের সন্দেহ বেড়ে গেলে তারা দুজনকে আটক করে গণধোলাই দেন এবং পুলিশে সোপর্দ করেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, বামন্দী

বাসস্ট্যান্ড বাজারের আংশিক কমিটি। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) রাত ৮টায় বাজার কমিটির ৩য় বৈঠকে সার্চ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন হারুন অর রশীদ বাচ্চু বিশ্বাস। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ কায়কোবাদ। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. সাজেদুর রহমান এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মামুন আল আজাদ-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন কমিটির অনুমোদন সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্রে কমিটির প্রধান উপদেষ্টা মো. সাইদুর রহমান টেবু স্বাক্ষর করেছেন। এতে বাজারের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।
এ কমিটির মাধ্যমে বাজারের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। বাজারে শৃঙ্খলা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নবগঠিত কমিটি সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এমন প্রত্যাশা সবার। উল্লেখ্য, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাজারটি স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর বাজার কমিটি না থাকায় নানাবিধ সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছিলেন ব্যবসায়ীরা। নতুন আংশিক কমিটির মাধ্যমে অব্যবস্থাপনার অবসান ঘটবে এবং ব্যবসায়ী সমাজ এক নতুন গতির সন্ধান পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১৯৫

হাজার ৭৫ জন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এসব তথ্য জানিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, এ মাসে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৭২০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

নির্বাচনে অনিয়ম

নির্বাচন কমিশনার এবং অপর ১১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর আগে, তাদের বিরুদ্ধে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়েছিল। নতুন করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ, প্রতারণা ও আস্থাভঙ্গের অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে মামলায়।